তারিখ: 26 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ছেলে। সোমবার এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

এর আগে রোববার ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম সিরাজুল ইসলাম গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়। তবে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এ ব্যাপারে বলেন, ছাত্রদল কর্মীদের উসকানিতে জুনিয়র ছাত্রলীগ কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ জুন তিন সাংবাদিককে পেটায় ছাত্রলীগের কর্মীরা। ওই ঘটনায় তিনজনকে সাময়িকভাবে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন সভাপতি এফএম শরীফুল ইসলাম।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে শিক্ষক আন্দোলনে অচল হয়েছে। এই আন্দোলনের কারণও ছাত্রলীগ। এক কর্মী একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। শিক্ষকরা এর বিচার চেয়ে না পেয়ে এখন তারা ক্যাম্পাসই অচল করে দিয়েছেন।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। ছাত্রলীগ কিশোর এই শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়েও বাণিজ্যে মেতে ওঠে। রাজধানীর ঢাকা কলেজ, কবি নজরুল, বাঙলা কলেজ, তিতুমীর কলেজসহ দেশের ২৭৭টি সরকারি কলেজের এই একই দশা। জানা গেছে, কলেজে তারা ভর্তির জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক আসন চেয়েছে। আবার কোনো কলেজে আসন নয়, প্রায় সব ভর্তিই তাদের মাধ্যমে করানোর বায়না ধরেছে। ঢাকা কলেজে ভর্তির জন্য ১০০ আসন দাবি করা হয়। এ নিয়ে তারা প্রশাসনকে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে একের পর এক মহড়াও দিচ্ছে ছাত্রলীগ। এমনকি গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া ও ফাঁকা গুলি ছুড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও নিউমার্কেট থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমানের দাবি, কলেজে গুলির ঘটনা ঘটেনি। কবি নজরুল কলেজে প্রত্যেক ভর্তি থেকেই টাকা দাবি করা হচ্ছে। ভর্তিপ্রতি তারা ১৫-২০ হাজার টাকা দাবি করছে। ছাত্র সংসদের নেতা পরিচয়ে সোহেল, বাবুন এবং অমিদ গ্রুপকে এই অর্থ দিতে হবে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভর্তিবাণিজ্যের বাইরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।

করেছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। রাত ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ১৫-২০টি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

সার্বিক ব্যাপারে জানতে চাইলে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, দেশের কোথাও ছাত্রলীগের নামে সংঘটন ঘটছে, তার বেশির ভাগই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, দলীয় নয়। আসলে ছাত্রলীগ নামধারী কিছু সন্ত্রাসীর কারণে ৬৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনের সুনাম নষ্ট হতে পারে না। সন্ত্রাসী বা অপরাধী যেই হোক, তার নিস্তার নেই। তিনি বলেন, যখনই কোনো নেতিবাচক ঘটনা ঘটে, তখনই অ্যাকশন চালানো হয়। প্রথমে সাময়িক বহিষ্কার করে পরে ঘটনা তদন্ত করে প্রয়োজনে আজীবন বহিষ্কারের রেকর্ড রয়েছে। তিনি আরও বলেন, তারা দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবেলা করেন। সেই ঘটনায় বাণিজ্যের চেষ্টার অভিযোগে কবি নজরুল কলেজের কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও বিভিন্ন স্থানে কমিটি ভেঙে দেয়ার ঘটনা রয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের দায় না নিয়ে সাতক্ষীরা জেলা ও ফিরোজপুর জেলা কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা এ বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে কোনো অপরাধ করলে তা বরদাশত করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, ছাত্রলীগ কোনো সন্ত্রাসী বা অপরাধীর আশ্রয় নয়। তাদের দায় ছাত্রলীগ নেয় না, নেবেও না। সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ যারা করছে তাদের সংগঠন থেকে ইতিমধ্যে বের করে দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও তাড়িয়ে দেয়া হবে। যারা অপরাধী তাদের ছাত্রলীগ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ও সাংগঠনিক শাস্তি দেয়া হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে ওইসব অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে গ্রেফতারের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। এখন তারা (আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী) যদি তাদের দায়িত্ব পালন না করে সেক্ষেত্রে জোর প্রদর্শন ছাড়া কিছুই করার নেই। আর এক্ষেত্রে অপরাধীরাও সাহস পেয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, যেহেতু অপরাধীরা [illegible] তাই তাদের ছাত্রলীগের [illegible] না, অপরাধীকে [illegible] না।